কৃষি সুপারিশ

১২-১৪ ই ডিসেম্বর ২০২২ (২৫-২৭শে অগ্রহায়ন ১৪২৯)

আলু - প্রথম চাষে একর প্রতি ৪-৫ টন গোবর সার দিতে হবে। দ্বিতীয় চাষে ৩৫-৪০ কেজি গোবর সারের সাথে ৪ কেজি অ্যাজোস্পিরিলাম ১.৫ কেজি ট্রাইকোডারমা ভিরিডি জমিতে মেশাতে হবে। এর ৭-১০ দিন পর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। একরে নাইট্রোজেন ৮০ কেজি, ফসফেট ৬০কেজি ও পটাশ ৬০ কেজি প্রয়োজন হয়। মূলসার হিসেবে অর্ধেক নাইট্রোজেন পুরো ফসফেট ও অর্ধেক পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।
আলু বীজ শোধনের জন্য ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম/লি জলে ১০ মিনিট বা মিথোক্সি ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড ২.০ গ্রাম/লি জলে ৩-৪ মিনিট ভেজিয়ে নিলে বীজ শোধন হয়ে যাবে।

তিসি - চাপান সার হিসাবে বীজ বোনার ৩০ দিন পরে একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন বা ১৩ কেজি ইউরিয়া মাটিতে মেশাতে হবে।

শ্বেত সরিষা - শ্বেত সরিষা চাষে অন্তত দু বার সেচ দিতে পারলে ভাল হয়, প্রথমটি বোনার ৩০দিন পরে ও দ্বিতীয়টি আরো ২৫-৩০ দিন পরে। বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিন পর একরে নাইট্রোজেন ২০ কেজি ও পটাশ ১০ কেজি চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

হাইব্রীড সরিষা- বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পর প্রথম চাপানে এবং ৬-৭ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় চাপানে একরে ১২ কেজি করে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা উচিৎ। বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

মুসুর :- কোন চাপান সার দিতে হয় না।বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পরে ২ শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ বা ডিএপি জলীয় দ্রবণ স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি হয়।

গম- উন্নত জাতের বীজ যথা **পি বি ডব্লু ৩৪৩, দেবা (কে-৯১০৭), রাজলক্ষ্মী (এইচ পি ১৭৩১), পি বি ডব্লু ৪৪৩,** অগ্রহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বুনলে ভাল ফলন পেতে পারেন। উত্তরবঙ্গে কিছু এলাকায় বৃষ্টি নির্ভর গম চাষ হয়,সেখানে চাষের উপযুক্ত জাত **ইন্দ্র (কে-৮৯৬২), গোমতি (কে-৯৪৬৫), পুসা গম ১০৭ (এইচ ডি ২৮৮৮), এইচ ডি আর-৭৭, এইচ ডি ২৯৬৭** । একর প্রতি ৪০-৪৫ কেজি বীজ লাগবে। জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ২টন কম্পোস্ট সার, ৬ কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর এবং পি এস বি প্রয়োগ করা দরকার। পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলে একর প্রতি ৪-৮ কুই'টাল ডলোমাইট বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ আগে মাটিতে মেশাতে হবে। মূল সার হিসাবে একর প্রতি ৫৩ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৪০ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। সেচ সেবিত পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলে একর প্রতি মূল সার হিসাবে ৬১.৫ কেজি ইউরিয়া, ১৭৫ কেজি এস. এস. পি এবং ৪৬.৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

ভুট্টা- একর প্রতি কমপক্ষে ৪.০ টন জৈবসার, অ্যাজোটোব্যকটর + পি. এস. বি ৬ কেজি, ক্লোরোপাইরিফস ১.৫% গুঁড়ো অথবা কার্বফুরান ৩জি ১২ কেজি হারে শেষ চাষের সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি কেজি বীজের সাথে ২০ গ্রা ব্যভিস্টিন অথবা ২৫ গ্রা থাইরাম ভালোভাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। রবি ফসলের জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যে বীজ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭৫ সেমি ও সারিতে গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেমি। প্রতি কামিটারে কমপক্ষে ৫-৬টি চারা থাকা প্রয়োজন। একরে ৭.৫ কেজি বীজ লাগবে। হাইব্রীড ভুট্টায় একর প্রতি নাইট্রোজেন ৬৪ কেজি, ফসফেট ৩২ কেজি ও পটাশ ৩২ কেজি লাগবে। ঘাটতিযুক্ত এলাকায় একরে ১০কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪ কেজি বোরাক্স জৈবসারের সাথে মিশিয়ে জমি তৈরির সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। রবি মরশুমের জন্য হাইব্রীড ভুট্টার নোটিফায়েড উপযুক্তজাত- DHM 117, ADV 756, JKMH 502, PAC 740, যুবরাজ গোল্ড ইত্যাদি।

সূর্যমুখী- নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত সব ধরণের মাটিতে সূর্যমুখী চাষ করা যায়। এই ফসল লবনাক্ত মাটিতেও হয়। উন্নত হাইব্রীড জাত-পি.এসি-৩৬, এম.এস.এফ.এইচ-১৭, কে.বি.এস.এইচ-৪৪, কে.বি.এস.এইচ-১, পি.এ.সি-১০৯১ ইত্যাদি।অগ্রহায়ন-পৌষ মাসে জমি তৈরী করে এবং জৈবসার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে।একরে ২ কেজি বীজের দরকার হয়।বীজ শোধনের জন্য থাইরাম অথবা ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে নিন ।জমি তৈরীর সময় একরে ১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০কেজি ফসফরাস ও ২০কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। ফসফরাসের চাহিদা সিঙ্গল সুপার ফসফেট দিয়ে পূরণ করলে সালফারের চাহিদা পূরণ হবে

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষিঅধিকর্তা(জনসংযোগ,সম্প্রচার ও তথ্য), পশ্চিমবঙ্গ